একপঞ্চাশ অধ্যায়

মুচুকুন্দের উদ্ধার

কিভাবে মুচুকুন্দের প্রখর দৃষ্টি দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে বধ করলেন, এই অধ্যায়ে তার বর্ণনা রয়েছে এবং মুচুকুন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কথোপকথনও এই অধ্যায়ে আছে।

সুরক্ষিতভাবে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্বারকা-দুর্গের মধ্যে রাখবার পর, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে বহির্গত হলেন। তাঁকে উদীয়মান চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল। কালযবন দেখল যে, শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল দ্যুতিময় দেহের সঙ্গে নারদের বর্ণিত ভগবানের রূপ মিলে যাচ্ছে এবং এইভাবে যবন জানতে পারল যে, তিনিই পরমেশ্বর ভগবান। ভগবানকে নিরস্ত্র লক্ষ্য করে, কালযবন তার নিজের অস্ত্রগুলিও সরিয়ে রাখল এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার মানসে তাঁর পিছনে ছুটল। প্রতি পদক্ষেপে আর একটু হলেই কৃষ্ণকে ধরে ফেলবে, কালযবনের কাছ থেকে এইরকম ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণ দৌড়তে লাগলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বহু দূরবর্তী এক পর্বত গুহার দিকে নিয়ে গেলেন। যেহেতু তার অশুভ কর্মের ফল তখনও ক্ষয় হয়নি, তাই কালযবন দৌড়তে দৌড়তে ভগবানকে ভর্ৎসনা করতে লাগল, কিন্তু তাঁকে ধরে ফেলতে পারল না। শ্রীকৃষ্ণ গুহাটিতে প্রবেশ করলেন, যারফলে কালযবনও তাঁকে অনুসরণ করল এবং দেখল যে, একজন মানুষ ভূমিতে শয়ন করে আছে। তাকেই শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, কালযবন তাকে পদাঘাত করল। সেই লোকটি দীর্ঘদিন ধরে সেখানে ঘুমোচ্ছিল এবং এখন তাকে অমন ভয়ঙ্করভাবে জাগানোর ফলে, সে চারিদিকে ক্রুদ্ধভাবে দেখতে লাগল এবং কালযবনকে দেখতে পেল। লোকটি প্রখরভাবে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই কালযবনের শরীরে আগুন জ্বলে উঠল এবং ক্ষণিকের মধ্যেই সেই আগুন তাকে ভস্মীভূত করল।

এই অসাধারণ পুরুষটি ছিলেন মান্ধাতার এক পুত্র মুচুকুন্দ। তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সর্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। অতীতে, অসুরদের কবল থেকে দেবতাদের রক্ষার জন্য সাহায্যের উদ্দেশ্যে তিনি বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ঘটনাক্রমে দেবতারা যখন কার্তিকেয়কে তাঁদের রক্ষকরূপে লাভ করেন, তখন তাঁরা মুচুকুন্দকে অবসর গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তখন বিষ্ণু প্রদান করতে পারেন এমন মুক্তি ব্যতীত অন্য যে কোনও বর প্রার্থনা করতে বললে, মুচুকুন্দ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার বর দেবতাদের কাছ থেকে প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই থেকে এইভাবে তিনি গুহার অভ্যন্তরে নিদ্রিত হয়েই ছিলেন।

কালযবন দগ্ধ হয়ে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দের সামনে নিজেকে আবির্ভূত করলেন এবং তখন শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় সৌন্দর্য লক্ষ্য করে মুচুকুন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং ভগবানকেও তাঁর নিজের পরিচয় বর্ণনা করলেন। মুচুকুন্দ বললেন, "বহুদিন জাগরণজনিত ক্লান্তির পর, আমি যখন এখানে এই গুহায় আমার নিদ্রা উপভোগ করছিলাম, তখন কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি আমার নিদ্রাভঙ্গ করে এবং তার পাপের ফল ভোগ করে ভস্মীভূত হয়েছিল। হে ভগবান, হে সকল শত্রুবিনাশন, এটি আমার মহাসৌভাগ্য যে, এখন আমি আপনার মনোরম রূপের দর্শন লাভ করলাম।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর মুচুকুন্দকে তাঁর পরিচয় দিলেন এবং তাঁকে একটি বর প্রার্থনা করতে বললেন। জড় জীবনের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করে বিজ্ঞ মুচুকুন্দ যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণের অধিকারী হন তিনি কেবলমাত্র সেই প্রার্থনা করলেন।

তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তখন মুচুকুন্দকে বললেন, "আমার ভক্তগণ কখনই তাদের জন্য দেওয়া জড়জাগতিক আশীর্বাদে প্রলুব্ধ হয় না; কেবলমাত্র অভক্তরা, প্রধানত যোগী ও মনোধর্ম তথা কল্পনাপ্রসূত দার্শনিকেরা, তাদের হৃদয়ে জড়জাগতিক কামনা থাকার ফলে, পার্থিব আশীর্বাদে আগ্রহী হয়। হে প্রিয় মুচুকুন্দ, আমার প্রতি তোমার নিত্যভক্তি লাভ হবে। এখন, সর্বদা আমার প্রতি শরণাগত থেকে, তোমার যোদ্ধাজনোচিত হত্যাকাণ্ডের পাপের ফল বিনাশের জন্য তপস্যা করতে যাও। তোমার পরবর্তী জীবনে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হবে এবং আমাকে লাভ করবে।" এইভাবে মুচুকুন্দকে ভগবান তাঁর আশিস প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১-৬

শ্রীশুক উবাচ

তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্ ।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ১ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্ ।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥ ২ ॥
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎসুকপোলং শুচিস্মিতম্ ।
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥

বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ ।
চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ ॥ ৪ ॥
লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি ।
নিরায়ুধশ্চলন্ পদ্ভ্যাং যোৎস্যেঽনেন নিরায়ুধঃ ॥ ৫ ॥
ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ প্রাদ্রবদ্ তং পরাঙ্মুখম্ ।
অন্বধাবজ্জিঘৃক্ষুস্তং দুরাপমপি যোগিনাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **তম্**—তাঁকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **বিনিষ্ক্রান্তম্**—নির্গত হলেন; **উজ্জিহানম্**—উদীয়মান; **ইব**—যেন; **উডুপম্**—চন্দ্র; **দর্শনীয়-তমম্**—অত্যন্ত সুন্দর দেখতে; **শ্যামম্**—ঘন নীল; **পীত**—হলুদ; **কৌশেয়**—রেশম; **বাসসম্**—বস্ত্র; **শ্রীবৎস**—চুলের এক বিশেষ ঘূর্ণি সমন্বিত লক্ষ্মীদেবীর চিহ্ন এবং যা একমাত্র ভগবানেরই থাকে; **বক্ষসম্**—যাঁর বক্ষোপরে; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি দ্বারা; **আমুক্ত**—শোভিত; **কন্ধরম্**—যাঁর কাঁধ; **পৃথু**—চওড়া; **দীর্ঘ**—এবং দীর্ঘ; **চতুঃ**—চারটি; **বাহুম্**—ভুজ সমন্বিত; **নব**—নবীন; **কঞ্জ**—পদ্মফুলের মতো; **অরুণ**—অরুণ বর্ণের; **ঈক্ষণম্**—যাঁর দুই নয়ন; **নিত্য**—সর্বদা; **প্রমুদিতম্**—আনন্দময়; **শ্রীমৎ**—দ্যুতিময়; **সু**—সুন্দর; **কপোলম্**—কপোলবিশিষ্ট; **শুচি**—শুদ্ধ; **স্মিতম্**—হাস্যময়; **মুখ**—তাঁর মুখ; **অরবিন্দম্**—পদ্মসদৃশ; **বিভ্রাণম্**—প্রদর্শন করছিল; **স্ফুরন্**—দীপ্তিমান; **মকর**—মকর; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল; **বাসুদেবঃ**—বাসুদেব; **হি**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে ভাবছিলেন; **পুমান্**—পুরুষ; **শ্রীবৎস-লাঞ্ছনঃ**—শ্রীবৎস চিহ্নিত; **চতুঃ-ভুজঃ**—চতুর্ভুজ; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—পদ্মনেত্র; **বন**—বনফুলের; **মালী**—মালা পরিহিত; **অতি**—অত্যন্ত; **সুন্দরঃ**—সুন্দর; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণ দ্বারা; **নারদ-প্রোক্তৈঃ**—নারদ মুনি দ্বারা কথিত; **ন**—না; **অন্যঃ**—অপর; **ভবিতুম্ অর্হতি**—তিনি হতে পারেন; **নিরায়ুধঃ**—নিরস্ত্র; **চলন্**—গমন করে; **পদ্ভ্যাম্**—পদব্রজে; **যোৎস্যে**—আমি যুদ্ধ করব; **অনেন**—তার সাথে; **নিরায়ুধঃ**—নিরস্ত্র হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চিত্য**—নির্ধারণ করে; **যবনঃ**—বর্বর কালযবন; **প্রাদ্রবন্তম্**—ধাবমান; **পরাক্**—পশ্চাতে; **মুখম্**—যার মুখ; **অন্বধাবৎ**—সে অনুসরণ করল; **জিঘৃক্ষুঃ**—ধরবার জন্য; **তম্**—তাঁকে; **দুরাপম্**—দুর্লভ; **অপি**—এমন কি; **যোগিনাম্**—যোগিগণের দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কালযবন দেখল, ভগবান মথুরা থেকে উদীয়মান চন্দ্রের মতো নির্গত হলেন। শ্রীভগবানের ঘনশ্যামবর্ণ ও পীত রেশমবস্ত্র দ্বারা

তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর বক্ষোপরে তিনি শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছিল। তাঁর চারিবাহু ছিল বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ। তিনি, পদ্মসম অরুণবর্ণের দুইনেত্র, মনোরম দ্যুতিময় গণ্ডদেশ, শুদ্ধহাস্য ও উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় সমন্বিত তাঁর চির আনন্দময় কমলসদৃশ মুখমণ্ডল প্রদর্শন করছিলেন। সেই যবন ভাবল, "এই পুরুষ অবশ্যই বাসুদেব হবেন, কারণ তিনি নারদ উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করছেন—তিনি শ্রীবৎস চিহ্নিত, তাঁর চারটি বাহু, তাঁর কমলসদৃশ নয়ন, তিনি একটি বনমালা পরিধান করেছেন, এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দর। তিনি অন্য কেউ হতেই পারেন না। যেহেতু তিনি পদব্রজে গমন করছেন এবং নিরস্ত্র, আমি তাঁর সঙ্গে বিনা অস্ত্রেই যুদ্ধ করব।" এইভাবে সংকল্প গ্রহণ করে পিছন ফিরে পলায়মান শ্রীভগবানের দিকে সে ধাবিত হল। কালযবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার আশা করেছিল, যদিও মহাযোগিরাও তাঁকে ধরতে পারে না।

তাৎপর্য

যদিও কালযবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের চোখেই দর্শন করেছিল, তবুও সে যথাযথভাবে এই সুন্দর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তাই, শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করার পরিবর্তে সে তাঁকে আক্রমণ করেছিল। তেমনই, দর্শনতত্ত্ব, "আইন শৃঙ্খলা" এবং এমনকি ধর্মের নামেও আধুনিক মানুষরা যে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে থাকে তা অস্বাভাবিক নয়।

শ্লোক ৭

হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে ।
নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোঽদ্রিকন্দরম্ ॥ ৭ ॥

হস্ত—তার হাতে; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হওয়ার; **ইব**—যেন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **হরিণা**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **সঃ**—সে; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে; **নীতঃ**—আনীত হল; **দর্শয়তা**—প্রদর্শন করতে করতে তাঁর দ্বারা; **দূরম্**—দূরে; **যবন-ঈশঃ**—যবনদের রাজাকে; **অদ্রি**—একটি পাহাড়ের; **কন্দরম্**—এক গুহায়।

অনুবাদ

যেন যে কোন মুহূর্তে কালযবনের হাতে ধরা পড়তে পারেন, এইভাবে ক্রমশ, শ্রীহরি পথ দেখাতে দেখাতে যবনরাজকে বহু দূরে একটি পর্বত গুহায় নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ৮

পলায়নং যদুকুলে জাতস্য তব নোচিতম্ ।
ইতি ক্ষিপন্ননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ ॥ ৮ ॥

পলায়নম্—পলায়ন করা; **যদু-কুলে**—যদু বংশে; **জাতস্য**—যে জন্ম গ্রহণ করেছে; **তব**—তোমার জন্য; **ন**—নয়; **উচিতম্**—উচিত; **ইতি**—এইসকল বাক্য; **ক্ষিপন্**—অপমান করতে করতে; **অনুগতঃ**—অনুসরণ; **ন**—না; **এনম্**—তাঁকে; **প্রাপ**—প্রাপ্ত হল; **অহত**—পরিষ্কৃত বা দূরীভূত নয়; **অশুভঃ**—যার পাপময় কর্মফলগুলি।

অনুবাদ

যখন ভগবানের পশ্চাৎ ধাবন করছিল, তখন যবন এই বলে তাঁকে অপমান করতে লাগল, "আপনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার পলায়ন করা ঠিক নয়।" কিন্তু তবুও কালযবন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারল না, কারণ তার পাপকর্মের ফল পরিশুদ্ধ হয়নি।

শ্লোক ৯

এবং ক্ষিপ্তোঽপি ভগবান্ প্রাবিশদ্ গিরিকন্দরম্ ।
সোঽপি প্রবিষ্টস্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **ক্ষিপ্তঃ**—অপমানিত; **অপি**—হয়েও; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **গিরি-কন্দরম্**—পর্বতের গুহায়; **সঃ**—সে, কালযবন; **অপি**—ও; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **তত্র**—সেখানে; **অন্যম্**—অন্য একজন; **শয়ানম্**—শয়ান; **দদৃশে**—দর্শন করল; **নরম্**—মানুষ।

অনুবাদ

এইভাবে অপমানিত হলেও, শ্রীভগবান পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন। কালযবনও প্রবেশ করল এবং সেখানে সে অন্য একজন মানুষকে নিদ্রায় শুয়ে থাকতে দেখল।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর বৈরাগ্যের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং মুচুকুন্দকে তাঁর আশিস প্রদানের জন্য, শ্রীভগবান সেই কালযবনের অপমান উপেক্ষা করে শান্তভাবে তাঁর পরিকল্পনা মতোই অগ্রসর হলেন।

শ্লোক ১০

নন্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ ।
ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ ॥ ১০ ॥

ননু—নিশ্চয়ই; **অসৌ**—তিনি; **দূরম্**—এক দীর্ঘ দূরত্বে; **আনীয়**—আনয়ন করে; **শেতে**—শয়ন করেছেন; **মাম্**—আমাকে; **ইহ**—এখানে; **সাধু-বৎ**—সাধুর মতো; **ইতি**—এইভাবে; **মত্বা**—মনে করে (তাঁকে); **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ (হবেন); **মূঢ়ঃ**—মূর্খ; **তম্**—তাঁকে; **পদা**—তাঁর পা দিয়ে; **সমতাড়য়ৎ**—সবেগে আঘাত করল।

অনুবাদ

"তা হলে, আমাকে এত দীর্ঘ দূরত্বে নিয়ে এসে এখন সে এখানে এক সাধুর মতো শুয়ে আছে!" এইভাবে ঘুমন্ত মানুষটিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, সেই মূর্খ তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে পদাঘাত করল।

শ্লোক ১১

স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে ।
দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্ ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **চিরম্**—দীর্ঘ সময়ের জন্য; **সুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **উন্মীল্য**—খুললেন; **লোচনে**—তাঁর নেত্রদ্বয়; **দিশঃ**—সকল দিকে; **বিলোকয়ন্**—অবলোকন করতে করতে; **পার্শ্বে**—তাঁর পাশে; **তম্**—তাকে, কালযবনকে; **অদ্রাক্ষীৎ**—তিনি দর্শন করলেন; **অবস্থিতম্**—দণ্ডায়মান।

অনুবাদ

এক দীর্ঘ নিদ্রার পর সেই মানুষটি উঠলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর দুই চোখ উন্মীলিত করলেন। চতুর্দিকে অবলোকন করতে করতে, তিনি কালযবনকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

শ্লোক ১২

স তাবত্তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত ।
দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥

সঃ—সে, কালযবন; **তাবৎ**—তাবৎ; **তস্য**—তাঁর, উত্থিত মানুষের; **রুষ্টস্য**—যে ক্রুদ্ধ ছিল; **দৃষ্টি**—দৃষ্টির; **পাতেন**—নিক্ষেপ দ্বারা; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **দেহ-জেন**—তাঁর দেহ জাত; **অগ্নিনা**—অগ্নি দ্বারা; **দগ্ধঃ**—দগ্ধ হয়ে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মে; **অভবৎ**—পরিণত হল; **ক্ষণাৎ**—ক্ষণকাল মধ্যে।

অনুবাদ

নিদ্রা থেকে উত্থিত মানুষটি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং কালযবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার দেহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। ক্ষণকালের মধ্যে, হে রাজা পরীক্ষিৎ, কালযবন ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

যে মানুষটি তাঁর দৃষ্টি দ্বারা কালযবনকে ভস্মীভূত করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল মুচুকুন্দ। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে বর্ণনা করবেন তা হল, তিনি দীর্ঘকাল দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্বিঘ্ন নিদ্রার অধিকারের বর গ্রহণ করেছিলেন। *হরি-বংশে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালে তাকে বিনাশ করারও বর তিনি অর্জন করেছিলেন। আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীহরি-বংশ* থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন—

প্রসুপ্তং বোধয়েদ্‌যো মাং তং দহেয়মহং সুরাঃ ।
চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥

"পুনঃ পুনঃ মুচুকুন্দ বললেন, 'হে দেবতাগণ, ক্রোধে আমার দু'চোখ জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আমাকে ঘুম থেকে যে জাগাবে, তাকে ভস্ম করতে পারি।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, মুচুকুন্দ এই প্রায় ভয়ানক অনুরোধ করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে ভয় দেখানোর জন্য, কারণ মুচুকুন্দ ভেবেছিলেন, কোন না কোন ভাবে ইন্দ্র তাঁর মহাজাগতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করে বারবার তাঁকে জাগ্রত করবেন। তাই মুচুকুন্দের অনুরোধে ইন্দ্রের মতদান *শ্রীবিষ্ণু পুরাণে* নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসুপ্তং যস্ত্বামুত্থাপয়িষ্যতি ।
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ স তু ভস্মীভবিষ্যতীতি ॥

"দেবতারা ঘোষণা করলেন, 'যেই আপনাকে নিদ্রা হতে উত্থিত করুক, তার নিজ দেহ হতে উৎপন্ন অগ্নি দ্বারা সহসা সে ভস্মীভূত হবে।"

শ্লোক ১৩

শ্রীরাজোবাচ

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন্ কস্য কিংবীর্য এব চ ।
কস্মাদ্ গুহাং গতঃ শিষ্যে কিংতেজো যবনার্দনঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **কঃ**—কে; **নাম**—নির্দিষ্ট; **সঃ**—সেই; **পুমান্**—পুরুষ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব); **কস্য**—কোন্ (পরিবার); **কিম্**—কিসের; **বীর্যঃ**—শক্তি; **এব চ**—এবং; **কস্মাৎ**—কেন; **গুহাম্**—গুহায়; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **শিষ্যে**—নিদ্রার জন্য শয়ন করতে; **কিম্**—কার; **তেজঃ**—তেজ (পুত্র); **যবন**—যবনের; **অর্দনঃ**—বিনাশকারী।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, পুরুষটি কে ছিলেন? তিনি কোন্ পরিবারের এবং কি শক্তি তাঁর ছিল? কেন সেই যবন নিধনকারী মানুষটি নিদ্রার জন্য গুহার মধ্যে শয়ন করেছিলেন, এবং তিনি কার পুত্র?

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্ ।
মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **ইক্ষ্বাকু-কুলে**—ইক্ষ্বাকুর বংশে (সূর্য দেবতা, বিবস্বানের পৌত্র); **জাতঃ**—জাত; **মান্ধাতৃ-তনয়ঃ**—রাজা মান্ধাতার পুত্র; **মহান্**—মহান; **মুচুকুন্দঃ ইতি খ্যাতঃ**—মুচুকুন্দ নামে পরিচিত; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্ত; **সত্য**—তাঁর ব্রতে সত্যপরায়ণ; **সঙ্গরঃ**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই মহান ব্যক্তিদের নাম ছিল মুচুকুন্দ, যিনি ইক্ষ্বাকু বংশে মান্ধাতার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং যুদ্ধে তাঁর ব্রতসাধনে সর্বদা সত্যপরায়ণ থাকতেন।

শ্লোক ১৫

স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে ।
অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোঽকরোচ্চিরম্ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **যাচিতঃ**—অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ইন্দ্র-আদ্যৈঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে; **আত্ম**—তাদের আপন; **রক্ষণে**—সুরক্ষার জন্য; **অসুরেভ্যঃ**—অসুরদের; **পরিত্রস্তৈঃ**—ভয়গ্রস্ত; **তৎ**—তাদের; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **সঃ**—তিনি; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **চিরম্**—দীর্ঘকালের জন্য।

অনুবাদ

তাঁরা যখন অসুরদের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের রক্ষায় সাহায্যের জন্য ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে মুচুকুন্দ দীর্ঘ কাল যাবৎ তাঁদের রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

লব্ধ্বা গুহং তে স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্ ।
রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছ্রাদ্ ভবান্নঃ পরিপালনাৎ ॥ ১৬ ॥

লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হওয়ার পর; **গুহম্**—কার্তিকেয়; **তে**—তাঁরা; **স্বঃ**—স্বর্গের; **পালম্**—রক্ষক রূপে; **মুচুকুন্দম্**—মুচুকুন্দকে; **অথ**—তখন; **অব্রুবন্**—বললেন; **রাজন্**—হে রাজা; **বিরমতাম্**—দয়া করে বিরত হন; **কৃচ্ছ্রাৎ**—ক্লেশ; **ভবান্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **পরিপালনাৎ**—প্রতিরক্ষা হতে।

অনুবাদ

দেবতারা যখন তাঁদের সেনাপতিরূপে কার্তিকেয়কে পেলেন, তখন, তাঁরা মুচুকুন্দকে বললেন, "হে রাজন, আপনি এখন আমাদের প্রতিরক্ষার ক্লেশকর কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেন।

শ্লোক ১৭

নরলোকং পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
অস্মান্ পালয়তো বীর কামাস্তে সর্ব উজ্ঝিতাঃ ॥ ১৭ ॥

নর-লোকম্—মানুষের জগতে; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যজ্য; **রাজ্যম্**—একটি রাজ্য; **নিহত**—দূরীভূত; **কণ্টকম্**—কণ্টক; **অস্মান্**—আমাদের; **পালয়তঃ**—যে রক্ষা করেছিল; **বীর**—হে বীরবর; **কামাঃ**—আকাঙ্ক্ষা; **তে**—আপনার; **সর্বে**—সকল; **উজ্ঝিতাঃ**—পরিত্যাগ করেছেন।

অনুবাদ

"মনুষ্যলোকে কোনও প্রতিপক্ষহীন এক রাজত্ব পরিত্যাগ করে হে বীরবর, আমাদের রক্ষায় নিয়োজিত থাকার সময় আপনার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সবই আপনি উপেক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োঽমাত্যমন্ত্রিণঃ ।
প্রজাশ্চ তুল্যকালীনা নাধুনা সন্তি কালিতাঃ ॥ ১৮ ॥

সুতাঃ—সন্তানাদি; **মহিষ্যঃ**—রাণীগণ; **ভবতঃ**—আপনার; **জ্ঞাতয়ঃ**—অন্যান্য আত্মীয়বর্গ; **অমাত্য**—মন্ত্রীগণ; **মন্ত্রিণঃ**—এবং উপদেষ্টাগণ; **প্রজাঃ**—প্রজারা; **চ**—এবং; **তুল্য-কালীনাঃ**—সমকালীন; **ন**—নয়; **অধুনা**—এখন; **সন্তি**—জীবিত; **কালিতাঃ**—কালের প্রভাবে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

অনুবাদ

"সন্তানাদি, রাণীরা, আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রীপারিষদ, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং প্রজারা, যাঁরা আপনার সমকালীন ছিলেন, তাঁরা আর জীবিত নেই। কালের প্রভাবে তাঁরা সকলেই বিলীন হয়েছেন।

শ্লোক ১৯

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ।
প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশূন্ ॥ ১৯ ॥

কালঃ—সময়; **বলীয়ান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **বলিনাম্**—চেয়েও শক্তিশালী; **ভগবান্ ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অব্যয়ঃ**—অক্ষয়; **প্রজাঃ**—নশ্বর জীবকুল; **কালয়তে**—চালনার কারণ; **ক্রীড়ন্**—ক্রীড়া; **পশু-পালঃ**—পশুপালক; **যথা**—যেমন; **পশূন্**—গৃহপালিত পশুদের।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অক্ষয় মহাকালস্বরূপ, এবং শক্তিমানের থেকেও তিনি শক্তিমান। পশুপালক তার পশুদের যেমন চালনা করে, তিনিও নশ্বর জীবদের তাঁর লীলাস্বরূপ চালনা করেন।

তাৎপর্য

জড়া-প্রকৃতিকে ভোগের প্রচেষ্টায় কলুষিত জীবকুলকে ক্রমশ পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধজীবের কর্মফল অনুসারে, পারমার্থিক পরিশুদ্ধির বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভগবান তাদের পরিচালিত করেন। এইভাবে ভগবান যেন পশুপালকের মতোই (*পশুপাল* শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'পশুদের রক্ষক'), যেন তাঁর সুরক্ষাধীনে জীবদের বিভিন্ন পশুচারণক্ষেত্রে তথা হলক্ষেত্রে তাদের রক্ষার জন্য ও তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিচালনা করে থাকেন। আরও একটি উপমা এই যে, যে কোনও চিকিৎসক তাঁর অধীনস্থ রোগীকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান। তেমনই, ভগবান জড় অস্তিত্বের কার্যধারার বিভিন্ন পরিমার্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যান যাতে আমরা তাঁর তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ পার্ষদরূপে আমাদের নিত্য সচ্চিদানন্দময়

জীবন উপভোগ করতে পারি। এইভাবে মুচুকুন্দের সকল আত্মীয়, বন্ধু ও সহকর্মীরা অনেক আগেই মহাকালের শক্তিবলে দূরীভূত হয়েছিল আর অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই মহাকাল।

শ্লোক ২০

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ২০ ॥

বরম্—একটি বর; **বৃণীষ্ব**—পছন্দ করুন; **ভদ্রম্**—মঙ্গল হোক; **তে**—আপনার; **ঋতে**—ব্যতীত; **কৈবল্যম্**—মুক্তি; **অদ্য**—আজ; **নঃ**—আমাদের থেকে; **একঃ**—একটি; **এব**—মাত্র; **ঈশ্বরঃ**—সমর্থ; **তস্য**—তার; **ভগবান্**—ভগবান; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **অব্যয়ঃ**—অক্ষয়।

অনুবাদ

"আপনার সর্বমঙ্গল হোক! এখন আমাদের কাছে দয়া করে একটি বর পছন্দ করুন—মুক্তি ব্যতীত যে কোনও কিছু, কারণ অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান, বিষ্ণু, কেবলমাত্র তা প্রদান করতে পারেন।"

শ্লোক ২১

এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ ।
অশয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুত; **দেবান্**—দেবতাদের; **অভিবন্দ্য**—বন্দনা করে; **মহা**—মহা; **যশাঃ**—যার যশ; **অশয়িষ্ট**—তিনি শয়ন করলেন; **গুহা-বিষ্টঃ**—একটি গুহায় প্রবেশ করে; **নিদ্রয়া**—নিদ্রায়; **দেব**—দেবতাদের দ্বারা; **দত্তয়া**—প্রদত্ত।

অনুবাদ

এইভাবে বলা হলে, রাজা মুচুকুন্দ দেবতাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা সহকারে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং একটি গুহার মধ্যে গিয়ে দেবতাদের অনুমোদিত নিদ্রা উপভোগের জন্য শয়ন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই অধ্যায়ের একটি বিকল্প পাঠ থেকে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি উপস্থাপন করেছেন। এই শ্লোকের দুটি পংক্তির মাঝখানে এই পংক্তিগুলি সংযোজিত হবে—

নিদ্রামেব ততো বব্রে স রাজা শ্রমকর্ষিতঃ ।
যঃ কশ্চিন্মম নিদ্রায়া ভঙ্গং কুর্যাৎ সুরোত্তমাঃ ।
স হি ভস্মীভবেদাশু তথোক্তশ্চ সুরৈস্তদা ।
স্বাপং যাতং য মধ্যেস্ত বোধয়েৎ ত্বামচেতনঃ ।
স ত্বয়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ ॥

"রাজা তাঁর পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে, তখন তাঁর বর অনুযায়ী নিদ্রা পছন্দ করেছিলেন। তিনি আরও বললেন, 'হে দেবোত্তম, যে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।' দেবতারা উত্তর প্রদান করলেন, 'তথাস্তু', এবং তাঁকে বললেন, 'যে অবিবেচক ব্যক্তি আপনার নিদ্রার মাঝে আপনাকে জাগাবে, সে, কেবলমাত্র আপনার দৃষ্টিপাতে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যাবে।"

শ্লোক ২২

যবনে ভস্মসান্নীতে ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ।
আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে ॥ ২২ ॥

যবনে—যবন; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **নীতে**—হয়ে গেলে; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বত**—সাত্বত বংশের; **ঋষভঃ**—মহান বীর; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **দর্শয়াম্ আস**—প্রকাশিত হলেন; **মুচুকুন্দায়**—মুচুকুন্দের কাছে; **ধী-মতে**—বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

যবন ভস্মীভূত হয়ে গেলে, জ্ঞানবান পুরুষ মুচুকুন্দের সামনে, সাত্বতপ্রধান শ্রীভগবান আত্মপ্রকাশ করলেন।

শ্লোক ২৩-২৬

তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥ ২৩ ॥
চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ২৪ ॥
প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্ষণম্ ।
অপীব্যবয়সং মত্তমৃগেন্দ্রোদারবিক্রমম্ ॥ ২৫ ॥
পর্যপৃচ্ছন্মহাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ ।
শঙ্কিতঃ শনকৈ রাজা দুর্ধর্ষমিব তেজসা ॥ ২৬ ॥

তম্—তাঁকে; **আলোক্য**—দর্শন করে; **ঘন**—মেঘের মতো; **শ্যামম্**—ঘন নীল; **পীত**—হলুদ; **কৌশেয়**—রেশম্; **বাসসম্**—যাঁর বস্ত্র; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস চিহ্নিত; **বক্ষসম্**—যাঁর বক্ষোপরে; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **কৌস্তুভেন**—কৌস্তুভ মণি দ্বারা; **বিরাজিতম্**—বিরাজিত; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **রোচমানম্**—শোভিত; **বৈজয়ন্ত্যা**—বৈজয়ন্তী নামক; **চ**—এবং; **মালয়া**—পুষ্পমাল্য দ্বারা; **চারু**—আকর্ষণীয়; **প্রসন্ন**—এবং প্রসন্ন; **বদনম্**—যাঁর মুখ; **স্ফুরৎ**—দেদীপ্যমান; **মকর**—মকরাকৃতি তুল্য; **কুণ্ডলম্**—যাঁর কুণ্ডল দুটি; **প্রেক্ষণীয়ম্**—দর্শনীয়; **নৃ-লোকস্য**—মানুষের জন্য; **স**—সহ; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **স্মিত**—হাস্য; **ঈক্ষণম্**—যাঁর নেত্রদ্বয় বা দৃষ্টি; **অপীব্য**—সুন্দর; **বয়সম্**—যাঁর যৌবন; **মত্ত**—মত্ত; **মৃগ-ইন্দ্র**—সিংহ-তুল্য; **উদার**—মহৎ; **বিক্রমম্**—যাঁর বিচরণ; **পর্য-পৃচ্ছৎ**—তিনি প্রশ্ন করলেন; **মহা-বুদ্ধিঃ**—মহামতি; **তেজসা**—তেজ দ্বারা; **তস্য**—তাঁর; **ধর্ষিতঃ**—অভিভূত; **শঙ্কিতঃ**—সন্দিহান হয়ে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **রাজা**—রাজা; **দুর্ধর্ষম্**—অনাক্রম্য; **ইব**—বস্তুত; **তেজসা**—তাঁর তেজ দ্বারা।

অনুবাদ

তিনি যখন ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, রাজা মুচুকুন্দ দেখলেন যে, তিনি মেঘের মতো শ্যামল, চতুর্ভুজরূপে, পীত রেশম বস্ত্র পরিধান করেছেন। তাঁর বক্ষোপরে তিনি শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি বিরাজিত। বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত হয়ে ভগবান তাঁর সুন্দর, সৌম্য মুখমণ্ডল প্রদর্শন করছিলেন, যা মকরাকৃতি দুই কুণ্ডলে ও প্রীতিময় হাস্যের দৃষ্টিপাত সমন্বিত হয়ে সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর যৌবনরূপ সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয় এবং তিনি এক মত্ত সিংহের শ্রেষ্ঠত্ব সমন্বিত হয়ে পদচারণা করতেন। ভগবানের যে তেজ তাঁকে অপরাজেয় রূপে প্রদর্শন করছিল, তা দেখে সেই মহাবুদ্ধিমান রাজা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর সন্দিগ্ধতা প্রকাশ করে, মুচুকুন্দ দ্বিধাগ্রস্তভাবে ভগবান কৃষ্ণকে এইভাবে প্রশ্ন করলেন।

তাৎপর্য

তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, ২৪তম শ্লোকে বলা হয়েছে, *চতুর্ভুজং রোচমানম্* " ভগবানকে তাঁর চতুর্ভুজরূপে সুন্দর দেখাচ্ছিল।" এই মহান গ্রন্থ ব্যাপী আমরা ভগবান কৃষ্ণকে তাঁর বিভিন্ন চিন্ময় রূপ প্রকাশের মাধ্যমে লক্ষ্য করে থাকি, অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজরূপ এবং বিষ্ণু বা নারায়ণের চতুর্ভুজরূপ। অতএব কোনই সন্দেহ নেই যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণু অভিন্ন, বা এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মূল রূপ। এই ব্যাপারটি কখনও কখনও ভুল বোঝা হয়, কিন্তু মহান আচার্যবর্গ, চিন্ময় বিজ্ঞানে

দক্ষ পুরুষেরা আমাদের জন্য বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মূল স্বরূপে ভগবান কেবলমাত্র স্রষ্টা, পালক এবং বিনাশক নন, অথবা বদ্ধজীবের শাস্তিদাতা নন, বরং পরম সুন্দর ভগবান, তাঁর আপন ধামে, তাঁর আপন অধিকারসমূহ উপভোগ করেন। এটাই কৃষ্ণের রূপ, সেই একই কৃষ্ণ, যিনি আমাদের এই বিভ্রান্তিকর পৃথিবীকে পালনের জন্য বিষ্ণুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *শঙ্কিতঃ* অর্থাৎ 'সন্দিগ্ধ' শব্দটি নির্দেশ করে যে, মুচুকুন্দ ভাবছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে ইনিই কি ভগবান?" তিনি নিজেকে স্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির মাঝে প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে ।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে ॥ ২৭ ॥

শ্রীমুচুকুন্দঃ উবাচ—শ্রীমুচুকুন্দ বললেন; **কঃ**—কে; **ভবান্**—আপনি; **ইহ**—এখানে; **সম্প্রাপ্তঃ**—একযোগে উপস্থিত হয়েছেন (আমার সঙ্গে); **বিপিনে**—অরণ্যে; **গিরি-গহ্বরে**—পর্বতগুহায়; **পদ্ভ্যাম্**—আপনার চরণদ্বয় দ্বারা; **পদ্ম**—একটি পদ্মের; **পলাশাভ্যাম্**—পাপড়ির মতো; **বিচরসি**—আপনি বিচরণ করছেন; **উরু-কণ্টকে**—যা কণ্টকাকীর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীমুচুকুন্দ বললেন—কে আপনি পদ্ম পাপড়ির মতো কোমল পায়ে কণ্টকময় ভূমিতে বিচরণ করে, অরণ্যের মধ্যে এই পর্বতগুহায় উপস্থিত হয়েছেন?

শ্লোক ২৮

কিং স্বিত্তেজস্বিনাং তেজো ভগবান্ বা বিভাবসুঃ ।
সূর্যঃ সোমো মহেন্দ্রো বা লোকপালোঽপরোঽপি বা ॥ ২৮ ॥

কিম্ স্বিৎ—সম্ভবত; **তেজস্বিনাম্**—সকল তেজস্বিগণের; **তেজঃ**—মূলরূপ; **ভগবান্**—শক্তিশালী ভগবান; **বা**—বা; **বিভাবসুঃ**—অগ্নিদেব; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **মহা-ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **বা**—বা; **লোক**—কোন জগতের; **পালঃ**—পালক; **অপরঃ**—অন্য; **অপি বা**—কোন।

অনুবাদ

সম্ভবত আপনি সকল তেজস্বীগণের তেজ স্বরূপ। অথবা আপনি শক্তিশালী অগ্নিদেব, কিম্বা সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, স্বর্গের রাজা অথবা অন্য কোন জগতের পালক দেবতা।

শ্লোক ২৯

মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভম্ ।
যদ্বাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা ॥ ২৯ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; ত্বাম্—আপনি; দেব-দেবানাম্—দেবতাদের প্রধান; ত্রয়াণাম্—তিনজন (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব); পুরুষ—পুরুষের; ঋষভম্—সর্বোত্তম; যৎ—যেহেতু; বাধসে—আপনি দূরীভূত করেন; গুহা—গুহার; ধ্বান্তম্—অন্ধকার; প্রদীপঃ—প্রদীপ; প্রভয়া—তার আলো দ্বারা; যথা—যেমন।

অনুবাদ

আমি মনে করি, আপনি তিন প্রধান দেবতার মধ্যে পরমেশ্বর, কারণ প্রদীপ যেরূপ তার আলো দ্বারা অন্ধকার দূর করে, সেইভাবে আপনি এই গুহার অন্ধকার দূর করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রভা দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র গুহার অন্ধকার দূর করেননি—বরং মুচুকুন্দের হৃদয়ের অন্ধকারও দূর করেছিলেন। সংস্কৃতে হৃদয়কে কখনও কখনও রূপকভাবে 'গুহা' অর্থাৎ একটি গভীর ও গুপ্ত স্থান রূপে উল্লেখ করা হয়।

শ্লোক ৩০

শুশ্রূষতামব্যলীকমস্মাকং নরপুঙ্গব ।
স্বজন্ম কর্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ৩০ ॥

শুশ্রূষতাম্—যে শ্রবণে উৎসুক; অব্যলীকম্—নিষ্কপটরূপে; অস্মাকম্—আমাদের নিকট; নর—মানুষের মধ্যে; পুঙ্গব—হে পরম শ্রেষ্ঠ; স্ব—আপনার; জন্ম—জন্ম; কর্ম—কর্ম; গোত্রম্—গোত্র; বা—এবং; কথ্যতাম্—বর্ণনা করুন; যদি—যদি; রোচতে—ইচ্ছা হয়।

অনুবাদ

হে পুরুষপ্রবর, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তা হলে সত্যরূপে আপনার জন্ম, কর্ম ও গোত্র, শ্রবণেচ্ছু আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন অবশ্যই তিনি *নর-পুঙ্গব* অর্থাৎ মানব সমাজের পরম বিশিষ্ট সদস্য হয়ে ওঠেন। নিশ্চিতরূপেই, ভগবান প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন এবং মুচুকুন্দের প্রশ্নগুলি এই ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যায়। এইভাবে *শুশ্রূষতাম্* শব্দটি অর্থাৎ 'আমাদের কাছে, যারা ঐকান্তিকভাবে শ্রবণে ইচ্ছুক' নির্দেশ করছে যে, মুচুকুন্দ তাঁর নিজের ও অন্যান্যদের মঙ্গলের মহৎ উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করছিলেন।

শ্লোক ৩১

বয়ং তু পুরুষব্যাঘ্র ঐক্ষ্বাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ ।
মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশ্বাত্মজঃ প্রভো ॥ ৩১ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—অপরপক্ষে; **পুরুষ**—মানুষের মধ্যে; **ব্যাঘ্র**—হে ব্যাঘ্র; **ঐক্ষ্বাকাঃ**—ঐক্ষ্বাকু বংশজাত; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়ের; **বন্ধবঃ**—পরিবারের সদস্য; **মুচুকুন্দঃ**—মুচুকুন্দ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রোক্তঃ**—নামক; **যৌবনাশ্ব**—যৌবনাশ্বের (যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা); **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে পুরুষব্যাঘ্র, আমরা নীচ ক্ষত্রিয় পরিবারভুক্ত রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশধর। আমার নাম মুচুকুন্দ, হে প্রভো, আমি যুবনাশ্বের পৌত্র এবং মান্ধাতার পুত্র।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতির প্রচলিত ধারা এই যে, কোনও ক্ষত্রিয় বিনয় সহকারে নিজেকে *ক্ষত্র-বন্ধু* অর্থাৎ, ক্ষত্রিয় পরিবারের নিতান্ত একজন আত্মীয়রূপে অথবা পরোক্ষভাবে, একজন নীচ ক্ষত্রিয়রূপে পরিচয় দিয়ে থাকে। পৌরাণিক বৈদিক সংস্কৃতিতে কারও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা দাবী করা নিজেরই নিম্ন মর্যাদার নির্দেশক। মেধা অনুসারে, নিজ কর্ম ও চরিত্রের গুণাবলীর দ্বারা *ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের* মর্যাদা প্রদান করা উচিত। যখন ভারতের জাতি প্রথার অবক্ষয় হল, তখন থেকে সাধারণ মানুষ গর্বভরে ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণদের আত্মীয়রূপে দাবী করতে থাকে, যদিও অতীতে বাস্তব গুণাবলী বর্জিত এই ধরনের কোনও দাবী, অধঃপতিত মর্যাদার পরিচয় বোঝাত।

শ্লোক ৩২

চিরপ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহৃতেন্দ্রিয়ঃ ।
শয়েঽস্মিন্ বিজনে কামং কেনাপ্যুত্থাপিতোঽধুনা ॥ ৩২ ॥

চির—দীর্ঘকাল; প্রজাগর—জাগরণের ফলে; শ্রান্তঃ—ক্লান্ত; নিদ্রয়া—নিদ্রার দ্বারা; অপহৃত—আচ্ছন্ন থাকায়; ইন্দ্রিয়ঃ—আমার ইন্দ্রিয়গুলি; শয়ে—আমি শয়ন করেছিলাম; অস্মিন্—এই; বিজনে—নির্জন স্থানে; কামম্—আমার ইচ্ছানুরূপ; কেন অপি—কারও দ্বারা; উত্থাপিতঃ—জাগরিত হয়েছি; অধুনা—এখন।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল জাগরণের ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার সকল ইন্দ্রিয় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই এখন আমাকে কেউ না জাগানো অবধি, এই নির্জন স্থানে আমি সুখে ঘুমিয়ে ছিলাম।

শ্লোক ৩৩

সোঽপি ভস্মীকৃতো নূনমাত্মীয়েনৈব পাপ্মনা ।
অনন্তরং ভবান্ শ্রীমাল্ লক্ষিতোঽমিত্রশাসনঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ অপি—সেই ব্যক্তিটি; ভস্মীকৃতঃ—ভস্মীভূত হয়েছে; নূনম্—প্রকৃতপক্ষে; আত্মীয়েন—তার নিজের; এব—কেবলমাত্র; পাপ্মনা—পাপ কর্ম; অনন্তরম্—অতঃপর; ভবান্—আপনি; শ্রীমান্—মহিমাময়; লক্ষিতঃ—দর্শন করলাম; অমিত্র—শত্রুগণের; শাসনঃ—শাসনকারী।

অনুবাদ

যে মানুষটি আমাকে জাগিয়েছিল, তার পাপের কর্মফল দ্বারা সে ভস্মীভূত হল। ঠিক তখনই আপনার শত্রুদের শাসনের শক্তি সমন্বিত মহিমাময়রূপে আপনাকে আমি দর্শন করলাম।

তাৎপর্য

কালযবন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ ও যদু বংশের শত্রুরূপে ঘোষণা করেছিল। মুচুকুন্দের মাধ্যমে, শ্রীকৃষ্ণ সেই মূর্খ যবনের বিরোধিতা বিনাশ করলেন।

শ্লোক ৩৪

তেজসা তেঽবিষহ্যেণ ভূরি দ্রষ্টুং ন শক্নুমঃ ।
হতৌজসা মহাভাগ মাননীয়োঽসি দেহিনাম্ ॥ ৩৪ ॥

তেজসা—দ্যুতির জন্য; **তে**—আপনার; **অবিষহ্যেণ**—অসহনীয়; **ভূরি**—বেশি; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **ন শক্নুমঃ**—আমরা সমর্থ নই; **হৃত**—ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে; **ওজসা**—আমাদের প্রভাব; **মহা-ভাগ**—হে পরম ঐশ্বর্যবান; **মাননীয়ঃ**—মাননীয়; **অসি**—আপনি; **দেহিনাম্**—প্রাণীদের দ্বারা।

অনুবাদ

আপনার অসহনীয় উজ্জ্বল দ্যুতি আমাদের শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং তাই আমরা আপনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারছি না। হে মহাভাগ, আপনি সকল জীবকুলের কাছে মাননীয়।

শ্লোক ৩৫

এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
প্রত্যাহ প্রহসন্ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সম্ভাষিতঃ**—কথিত হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **ভূত**—সকল সৃষ্টির; **ভাবনঃ**—মূল; **প্রত্যাহ**—তিনি উত্তর করলেন; **প্রহসন্**—উদার হাস্যে; **বাণ্যা**—কথা দ্বারা; **মেঘ**—মেঘের; **নাদ**—ধ্বনির মতো; **গভীরয়া**—গভীর।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে রাজার সম্ভাষণ শুনে, সকল সৃষ্টির মূল পরমেশ্বর ভগবান হাসলেন এবং তারপর তাঁকে মেঘগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

শ্লোক ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

জন্মকর্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **অভিধানানি**—এবং নামসমূহ; **সন্তি**—বর্তমান রয়েছে; **মে**—আমার; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **সহস্রশঃ**—সহস্র সহস্র; **ন শক্যন্তে**—তারা পারে না; **অনুসংখ্যাতুম্**—গণনা করতে; **অনন্তত্বাৎ**—অসীম হওয়ার জন্য; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অপি হি**—এমন কি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় বন্ধু, আমি সহস্র সহস্র জন্ম গ্রহণ করেছি, সহস্র সহস্র জীবনে কর্মতৎপর হয়ে এবং সহস্র সহস্র নাম গ্রহণ করেছি।

প্রকৃতপক্ষে, আমার জন্ম, কর্ম ও নামসমূহ অসীম অনন্ত এবং তাই আমিও তাদের গণনা করতে পারি না।

শ্লোক ৩৭

ক্বচিদ্ রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজন্মভিঃ ।
গুণকর্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ ॥ ৩৭ ॥

ক্বচিৎ—কদাচিৎ; **রজাংসি**—ধূলিকণা; **বিমমে**—কেউ গণনা করে; **পার্থিবানি**—পৃথিবীতে; **উরু-জন্মভিঃ**—বহু জন্মে; **গুণ**—গুণাবলী; **কর্ম**—কর্ম; **অভিধানানি**—এবং নামসমূহ; **ন**—না; **মে**—আমার; **জন্মানি**—জন্মসমূহ; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

বহু জন্ম ধরে কেউ হয়ত পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে পারে, কিন্তু কেউই আমার গুণাবলী, কর্ম, নাম ও জন্ম গণনা করে কখনও শেষ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্মাণি মে নৃপ ।
অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

কাল—সময়ের; **ত্রয়**—তিনটি স্তরে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ); **উপপন্নানি**—ঘটে চলেছে; **জন্ম**—জন্ম; **কর্মাণি**—এবং কর্ম; **মে**—আমার; **নৃপ**—হে রাজন্ (মুচুকুন্দ); **অনুক্রমন্তঃ**—গণনা করতে করতে; **ন**—না; **এব**—মোটেই; **অন্তম্**—শেষে; **গচ্ছন্তি**—পৌঁছন; **পরম**—শ্রেষ্ঠ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ সময়ের তিনটি পর্যায়ক্রমে ঘটমান আমার জন্ম ও কর্মসমূহ গণনা করেন, কিন্তু তাঁরা কখনই সেই গণনার শেষ অবধি পৌঁছতে পারেন না।

শ্লোক ৩৯-৪০

তথাপ্যদ্যতনান্যঙ্গ শৃণুষ্ব গদতো মম ।
বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্মগুপ্তয়ে ।
ভূমের্ভারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ ॥ ৩৯ ॥
অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ ।
বদন্তি বাসুদেবেতি বসুদেবসুতং হি মাম্ ॥ ৪০ ॥

তথা অপি—তথাপি; **অদ্যতনানি**—এই সময়ের; **অঙ্গ**—হে সখা; **শৃণুষ্ব**—শ্রবণ কর; **গদতঃ**—আমি কে বলছি; **মম**—আমার থেকে; **বিজ্ঞাপিতঃ**—ঐকান্তিকভাবে অনুরুদ্ধ; **বিরিঞ্চেন**—ব্রহ্মা দ্বারা; **পুরা**—অতীতে; **অহম্**—আমি; **ধর্ম**—ধর্ম; **গুপ্তয়ে**—রক্ষার জন্য; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর জন্য; **ভারায়মাণানাম্**—যারা ভারস্বরূপ; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **ক্ষয়ায়**—বিনাশের জন্য; **চ**—এবং; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছি; **যদু**—যদুর; **কুলে**—বংশে; **গৃহে**—গৃহে; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **বদন্তি**—লোকে বলে; **বাসুদেবঃ ইতি**—বাসুদেব নামে; **বসুদেব-সুতম্**—বসুদেবের পুত্র; **হি**—বস্তুত; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

তথাপি, হে সখা, আমার বর্তমান জন্ম, নাম ও কর্ম সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব। দয়া করে শ্রবণ কর। কিছু কাল আগে, ব্রহ্মা আমাকে ধর্ম রক্ষার জন্য এবং ভূভার রূপ অসুরদের বিনাশের জন্য অনুরোধ করে। তাই আমি যদু বংশে, আনকদুন্দুভির গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু আমি বসুদেবের পুত্র, তাই লোকে আমাকে বাসুদেব বলে।

শ্লোক ৪১

কালনেমির্হতঃ কংসঃ প্রলম্বাদ্যাশ্চ সদ্দ্বিষঃ ।
অয়ং চ যবনো দগ্ধো রাজংস্তে তিগ্মচক্ষুষা ॥ ৪১ ॥

কালনেমিঃ—অসুর কালনেমি; **হতঃ**—বধ করেছি; **কংসঃ**—কংস; **প্রলম্ব**—প্রলম্ব; **আদ্যাঃ**—এবং অন্যান্য; **চ**—ও; **সৎ**—যারা পুণ্যবান তাদের; **দ্বিষঃ**—বিদ্বেষী; **অয়ম্**—এই; **চ**—এবং; **যবনঃ**—যবন; **দগ্ধঃ**—দগ্ধ হল; **রাজন্**—হে রাজন; **তে**—তোমার; **তিগ্ম**—তীক্ষ্ণ; **চক্ষুষা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

অনুবাদ

কংস রূপে পুনরায় জন্ম নিলে, কালনেমিকে, সেই সঙ্গে প্রলম্বকে এবং পুণ্যবানদের অন্যান্য শত্রুদের আমি বধ করেছি। আর এখন, হে রাজন, এই যবন তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা ভস্মীভূত হল।

শ্লোক ৪২

সোঽহং তবানুগ্রহার্থং গুহামেতামুপাগতঃ ।
প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্বং ত্বয়াহং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—সেই একই পুরুষ; **অহম্**—আমি; **তব**—তোমার; **অনুগ্রহ**—অনুগ্রহ; **অর্থম্**—জন্য; **গুহাম্**—গুহা; **এতাম্**—এই; **উপাগতঃ**—উপস্থিত হয়েছি; **প্রার্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়েছিল; **প্রচুরম্**—প্রচুর; **পূর্বম্**—পূর্বে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **ভক্ত**—আমার ভক্তগণের প্রতি; **বৎসলঃ**—স্নেহপরায়ণ।

অনুবাদ

যেহেতু অতীতে তুমি বার বার আমার কাছে প্রার্থনা করেছিলে, তাই তোমাকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য আমি স্বয়ং এই গুহায় উপস্থিত হয়েছি, কারণ আমার ভক্তগণের প্রতি আমি স্নেহপরায়ণ হয়েই থাকি।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুচুকুন্দ ভগবানের ভক্ত ছিলেন। তিনি ভগবানের সঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন, আর এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা মঞ্জুর করছেন।

শ্লোক ৪৩

বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্বান্ কামান্ দদামি তে ।
মাং প্রসন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্ ॥ ৪৩ ॥

বরান্—বরসমূহ; **বৃণীষ্ব**—প্রার্থনা কর; **রাজ-ঋষে**—হে রাজর্ষি; **সর্বান্**—সকল; **কামান্**—আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি; **দদামি**—আমি প্রদান করব; **তে**—তোমাকে; **মাম্**—আমাকে; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট করে; **জনঃ**—ব্যক্তি; **কশ্চিৎ**—কোন; **ন ভূয়ঃ**—কখনও পুনরায়; **অর্হতি**—প্রয়োজন; **শোচিতুম্**—শোক করার।

অনুবাদ

হে রাজর্ষি, এখন আমার কাছ থেকে তোমার যা কিছু বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। যে আমাকে সন্তুষ্ট করেছে, আর কখনও তার শোক করার প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

আচার্যগণ বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন অসম্পূর্ণতাবোধ করি, আমরা যখন কোনকিছু হারিয়ে ফেলি অথবা আমরা যখন আকাঙ্ক্ষিত কোনকিছু অর্জন করতে ব্যর্থ হই, তখন আমরা শোক প্রকাশ করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করেছেন, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন, তিনি কখনও এই সমস্ত উপায়ে ক্লেশ ভোগ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ সকল আনন্দের আধার, এবং তিনি সকল জীবের সঙ্গে তাঁর চিন্ময় আনন্দ ভাগ করে উপভোগ করেন। আমাদের কেবলমাত্র ভগবানের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

শ্লোক ৪৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদান্বিতঃ ।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত; **তম্**—তাঁকে; **প্রণম্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **আহ**—বললেন; **মুচুকুন্দঃ**—মুচুকুন্দ; **মুদা**—আনন্দে; **অন্বিতঃ**—পূর্ণ হয়ে; **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে (তাঁকে); **নারায়ণম্ দেবম্**—ভগবান নারায়ণ; **গর্গ-বাক্যম্**—গর্গমুনির বাক্যসমূহ; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা শুনে মুচুকুন্দ শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। গর্গমুনির কথাগুলি মনে রেখে তিনি আনন্দে পূর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণরূপে চিনতে পারলেন। রাজা তখন তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করলেন।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন তা হলেও আমরা বলতে পারি যে, মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করছিলেন। এই সমস্ত কিছুই কৃষ্ণলীলার বিষয়ের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছিল। বৈষ্ণবদের কাছে এটা সুপরিচিত যে, বিষ্ণু বা নারায়ণের চতুর্ভুজ রূপ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। তাই শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে বিষ্ণুলীলাও আবির্ভূত হতে পারে। পরমেশ্বর ভগবানের এমনই গুণ ও কর্ম কাণ্ড। আমাদের জন্য যে সব কাজকর্ম অসাধারণ এবং এমন কি অসম্ভব হয়ে ওঠে, তা ভগবানের কাছে সাধারণ এবং অনায়াস লীলা মাত্র।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী আমাদের অবগত করেছেন যে, গর্গমুনির পৌরাণিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মুচুকুন্দ অবহিত ছিলেন যে, অষ্ট-বিংশতিতম যুগে ভগবান আবির্ভূত হবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, গর্গমনি মুচুকুন্দকে আরও জানিয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং শ্রীভগবানকে দর্শন করবেন। এখন সেই সকলই ঘটছিল।

শ্লোক ৪৫

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া
ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্ ।

সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমুচুকুন্দঃ উবাচ—শ্রীমুচুকুন্দ বললেন; **বিমোহিতঃ**—বিমোহিত; **অয়ম্**—এই; **জনঃ**—ব্যক্তি; **ঈশ**—হে ভগবান; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **ত্বদীয়য়া**—আপনার নিজ; **ত্বাম্**—আপনাকে; **ন ভজতি**—ভজনা করে না; **অনর্থ-দৃক্**—নিজ প্রকৃত মঙ্গল দর্শন করে না; **সুখায়**—সুখের জন্য; **দুঃখ**—দুঃখ; **প্রভবেষু**—উৎপত্তির বস্তুতে; **সজ্জতে**—আসক্ত হয়ে ওঠে; **গৃহেষু**—পারিবারিক জীবনের বিষয়ে; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **চ**—এবং; **বঞ্চিতঃ**—বঞ্চিত।

অনুবাদ

শ্রীমুচুকুন্দ বললেন—হে ভগবান, এই জগতের মানুষ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই, আপনার মায়া শক্তির দ্বারা বিমোহিত। নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে তারা আপনার ভজনা করে না, কিন্তু তার পরিবর্তে নিজেদের পারিবারিক বিষয়ে আবদ্ধ করার মাধ্যমে সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, যা প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই উৎস।

তাৎপর্য

মুচুকুন্দ তৎক্ষণাৎ পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ভগবানের কাছে জাগতিক আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন না। যারা বিভিন্ন রকম জাগতিক মঙ্গলের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তাদের থেকে তিনি অনেক তফাতে, পারমার্থিকভাবে উন্নত। *অর্থ* মানে "মূল্য" এবং এই শব্দের নঞর্থক ক্রিয়া *অনর্থ*—যার অর্থ "যা মূল্যহীন বা অপ্রয়োজনীয়"। এইভাবে *অনর্থ-দৃক্* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, যাদের দৃষ্টি মূল্যহীন বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত, তারা হৃদয়ঙ্গম করেনি প্রকৃত *অর্থ* বা 'মূল্য' কি। চকচক করলেই সোনা হয় না এবং মুচুকুন্দ এখানে দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করছেন যে, দেহগত সম্পর্কের মধ্যে স্বর্ণসুখ লাভের ইচ্ছায় মূর্খের মতো আমাদের আবদ্ধ করে রেখে, পারমার্থিক সুযোগগুলি বিনষ্ট করা উচিত নয়। ভগবানকে ভালবাসাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৪৬

লব্ধ্বা জনো দুর্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতির্
গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥ ৪৬ ॥

লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হয়ে; **জনঃ**—মানুষ; **দুর্লভম্**—দুর্লভ; **অত্র**—এই জগতে; **মানুষম্**—মনুষ্যদেহ; **কথঞ্চিৎ**—যেভাবেই হোক; **অব্যঙ্গম্**—অবিকলাঙ্গ (বিভিন্ন পশুরূপের মতো নয়); **অযত্নতঃ**—যত্ন ব্যতিরেকে; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **পাদ**—আপনার চরণ; **অরবিন্দম্**—কমলসদৃশ; **ন ভজতি**—সে পূজা করে না; **অসৎ**—অপবিত্র; **মতিঃ**—তার মানসিকতা; **গৃহ**—গৃহের; **অন্ধ**—অন্ধ; **কূপে**—কূপের মধ্যে; **পতিতঃ**—পতিত হয়; **যথা**—মতো; **পশুঃ**—পশু।

অনুবাদ

কোনভাবে বা আপনা থেকেই দুর্লভ জীবনের উচ্চতর প্রকাশ এই মনুষ্যদেহ লাভ করলেও, যে মানুষের মন অপবিত্র, সে আপনার চরণ কমলের পূজা করে না। অন্ধকূপে পতিত পশুর মতো সেই মানুষ জাগতিক গৃহসংসারের অন্ধকারে পতিত হয়েছে।

তাৎপর্য

আমাদের প্রকৃত গৃহ শ্রীভগবানের রাজ্য। আমাদের জাগতিক গৃহে থাকবার জন্য আমাদের অটল প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও, মৃত্যু আমাদের নিষ্ঠুরভাবে জাগতিক বিষয়ের রঙ্গমঞ্চ থেকে নিক্ষেপ করবে। গৃহে অবস্থান করা খারাপ নয়, তেমনি আমাদের প্রিয়জনের প্রতি আমাদের নিজেদের নিযুক্ত করাও খারাপ নয়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, নিত্য চিন্ময়ধামই আমাদের প্রকৃত আলয়।

অযত্নতঃ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, মনুষ্য জীবন আপনা থেকেই আমাদের প্রদান করা হয়েছে। আমরা এই মনুষ্য দেহটি নির্মাণ করিনি এবং তাই মূর্খের মতো আমাদের দাবী করা উচিত নয়, "এই দেহটি আমার"। মনুষ্যরূপটি ভগবানের উপহার এবং শুদ্ধ ভগবৎ-চেতনা প্রাপ্ত হবার জন্য তা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যে এই সমস্ত কিছু হৃদয়ঙ্গম করে না, সে *অসন-মতি* অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধি, জড় বোধসম্পন্ন।

শ্লোক ৪৭

মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো
রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ ।
মর্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূষ্
আসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া ॥ ৪৭ ॥

মম—আমার; **এষঃ**—এই; **কালঃ**—সময়; **অজিত**—হে অজিত; **নিষ্ফলঃ**—নিষ্ফলভাবে; **গতঃ**—অতিবাহিত; **রাজ্য**—রাজ্য দ্বারা; **শ্রিয়া**—এবং ঐশ্বর্য; **উন্নদ্ধ**—

নির্মিত হয়ে; **মদস্য**—মত্ত হয়ে; **ভূপতেঃ**—পৃথিবীর এক রাজা; **মর্ত্য**—নশ্বর দেহ; **আত্ম**—আত্ম; **বুদ্ধেঃ**—যার মানসিকতা; **সুত**—পুত্রদের প্রতি; **দার**—পত্নী; **কোশ**—ধনাগার; **ভূষু**—এবং ভূমি; **আসজ্জমানস্য**—আসক্ত হয়ে; **দুর্-অন্ত**—অন্তহীন; **চিন্তয়া**—উৎকণ্ঠা দ্বারা।

অনুবাদ

হে অজিত, পৃথিবীর এক রাজার মতো আমার রাজ্য ও ঐশ্বর্য দ্বারা মত্ত হয়ে আমি এই সকল সময় নষ্ট করেছি। ভ্রান্তভাবে নশ্বর দেহটিকে আত্মজ্ঞান করে পুত্র, পত্নী, সম্পদ ও ভূমির প্রতি আসক্ত হয়ে আমি অন্তহীন উদ্বেগ ভোগ করছি।

তাৎপর্য

জীবনের মূল্যবান মনুষ্যদেহকে জড় উদ্দেশ্যে যারা অপব্যবহার করছে, পূর্ববর্তী শ্লোকে তাদের নিন্দা করার পর মুচুকুন্দ এখন স্বীকার করছেন যে, তিনি নিজেও এই শ্রেণীভুক্ত। তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভগবানের সঙ্গ লাভের সুযোগ গ্রহণ করে চিরকালের জন্য শুদ্ধ ভক্ত হতে চেয়েছেন।

শ্লোক ৪৮

কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে
নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্ ।
বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈর্
গাং পর্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্মদঃ ॥ ৪৮ ॥

কলেবরে—দেহ মধ্যে; **অস্মিন্**—এই; **ঘট**—ঘট; **কুড্য**—অথবা একটি দেওয়াল; **সন্নিভে**—মতো; **নিরূঢ়**—আবদ্ধ; **মানঃ**—অভিমান; **নর-দেবঃ**—মনুষ্য (রাজা) মধ্যে একজন ভগবান; **ইতি**—এইভাবে (নিজেকে মনে করে); **অহম্**—আমি; **বৃতঃ**—বেষ্টিত; **রথ**—রথ দ্বারা; **ইভ**—হস্তী; **অশ্ব**—অশ্ব; **পদাতি**—পদাতিক বাহিনী; **অনীকপৈঃ**—এবং সেনাপতিগণ; **গাম্**—পৃথিবী; **পর্যটন্**—ভ্রমণ করে; **ত্বা**—আপনাকে; **অগণয়ন্**—গণনা না করে; **সু-দুর্মদঃ**—অহংকার দ্বারা অত্যন্ত ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছি।

অনুবাদ

গভীর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে একটি ঘট অথবা একটি দেওয়ালের মতো জড় বস্তুরূপ দেহরূপে আমি নিজেকে মনে করেছিলাম। নিজেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বর

মনে করে রথ, হাতী, অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য ও সেনাপতি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, আমার বিপথে চালিত অহংকার নিয়ে আপনাকে অশ্রদ্ধা করে, আমি পৃথিবী পর্যটন করেছিলাম।

শ্লোক ৪৯

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্ ।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রমত্তম্—প্রমত্ত; **উচ্চৈঃ**—অত্যধিক; **ইতি-কৃত্য**—কি কি করতে হবে; **চিন্তয়া**—ভাবনার সঙ্গে; **প্রবৃদ্ধ**—পূর্ণরূপে বর্ধিত; **লোভম্**—লোভ; **বিষয়েষু**—বিষয় সমূহের জন্য; **লালসম্**—লালসা; **ত্বম্**—আপনার; **অপ্রমত্তঃ**—অপ্রমত্ত; **সহসা**—সহসা; **অভিপদ্যসে**—আক্রমণ করেন; **ক্ষুৎ**—তৃষ্ণাবশত; **লেলিহানঃ**—বিষদাঁত লেহন করতে করতে; **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—যেন; **আখুম্**—একটি ইঁদুর; **অন্তকঃ**—মৃত্যু।

অনুবাদ

ইতিকর্তব্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গভীরভাবে লোভী এবং ইন্দ্রিয় উপভোগে আনন্দিত কোনও মানুষ সহসা নিত্য প্রবুদ্ধ আপনার সম্মুখীন হয়। ক্ষুধার্ত সাপ যেমন ইঁদুরের সামনে তার বিষদাঁত লেহন করে, তেমনই আপনি মানুষের সামনে মৃত্যু রূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

আমরা এখানে *প্রমত্তম্* এবং *অপ্রমত্তঃ* শব্দ দুটির মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করতে পারি। যারা নিজ স্বার্থে জড় জগৎ ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, তারা *প্রমত্তঃ* "ভ্রান্ত পথে চালিত, বিমোহিত, আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত"। কিন্তু শ্রীভগবান *অপ্রমত্তঃ* "সতর্ক, সংযত ও অবিমোহিত"। আমাদের উন্মত্ততাবশত আমরা হয়ত ভগবানকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু ভগবান সংযত এবং আমাদের কর্মের গুণ অনুসারে আমাদের পুরস্কৃত করতে বা শাস্তি দিতে বিচ্যুত হন না।

শ্লোক ৫০

পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্
মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ ।

স এব কালেন দুরত্যয়েন তে
কলেবরো বিট্‌কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫০ ॥

পুরা—পূর্বে; **রথৈঃ**—রথে; **হেম**—স্বর্ণ দ্বারা; **পরিস্কৃতৈঃ**—মণ্ডিত; **চরন্**—আরোহণ করে; **মতম্**—প্রচণ্ড; **গজৈঃ**—হস্তীতে; **বা**—বা; **নর-দেব**—রাজা; **সংজ্ঞিতঃ**—নামক; **সঃ**—সেই; **এব**—একই; **কালেন**—কাল দ্বারা; **দুরত্যয়েন**—দুরতিক্রমনীয়; **তে**—আপনার; **কলেবরঃ**—দেহ; **বিট্**—বিষ্ঠারূপে; **কৃমি**—কৃমি; **ভস্ম**—ভস্ম; **সংজ্ঞিতঃ**—নামক।

অনুবাদ

যে দেহ প্রথমে বিশাল হস্তীতে অথবা সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করে 'রাজা' নাম দ্বারা পরিচিত হয়, পরে আপনার দুরতিক্রমণীয় কাল শক্তি দ্বারা তা 'বিষ্ঠা', 'কৃমি' বা 'ভস্ম' নামে অভিহিত হয়।

তাৎপর্য

আমেরিকায় এবং অন্যান্য জাগতিকরূপে উন্নত দেশগুলিতে মৃতদেহগুলি সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খল উৎসবের পন্থায় সৎকার করা হয়, কিন্তু পৃথিবীর বহু অংশে, বৃদ্ধ, রুগ্ন এবং আহত ব্যক্তিরা নির্জনে বা উপেক্ষিত স্থানে মারা যায়, যেখানে শৃগাল ও কুকুরেরা তাদের দেহগুলি ভোগ করার পর তাদের বিষ্ঠায় পরিণত করে। আর যদি কেউ শবাধারের মধ্যে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য সৌভাগ্য লাভ করে তবে তার দেহও কৃমি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবের বেশ ভোগ্য হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে অনেক মৃতদেহ দাহ করাও হয় এবং এইভাবে তা ভস্মে পরিণত হয়। যে কোন ভাবেই, মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং দেহের চূড়ান্ত পরিণতি কখনই সুখের নয়। এখানে মুচুকুন্দের বক্তব্যের সেটিই প্রকৃত তাৎপর্য—দেহটিকে এখন যদিও "রাজা", "যুবরাজ", "সৌন্দর্যের রাণী" "উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হচ্ছে, তবু পরিণামে "বিষ্ঠা" "কৃমি" এবং "ভস্ম" রূপেই তা পর্যবসিত হবে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিচের বৈদিক উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন—

যোনেঃ সহস্রাণি বাহুনি গত্বা
দুঃখেন লব্ধাপি চ মানুষত্বম্ ।
সুখাবহং যে ন ভজন্তি বিষ্ণুং
তে বৈ মনুষ্যাত্মনি শত্রু-ভূতাঃ ॥

"বহু সহস্র যোনির মাধ্যমে জীবন অতিক্রান্ত হলে মহা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বদ্ধজীব শেষ পর্যন্ত মনুষ্যরূপ লাভ করে। তাদের প্রকৃত সুখ এনে দিতে পারে শ্রীবিষ্ণুর

আরাধনা। যে সব মানুষ তা করছে না, তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের এবং মানবতার উভয়েরই শত্রু হয়ে ওঠে।"

শ্লোক ৫১

নির্জিত্য দিক্‌চক্রমভূতবিগ্রহো
বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ ।
গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং
ক্রীড়ামৃগঃ পুরুষ ঈশ নীয়তে ॥ ৫১ ॥

নির্জিত্য—বিজয় করে; **দিক্**—দিকসমূহের; **চক্রম্**—মণ্ডল; **অভূত**—অবিদ্যমান; **বিগ্রহঃ**—সংগ্রাম; **বরাসন**—উত্তম সিংহাসনে; **স্থঃ**—আসীন হয়ে; **সম**—সম; **রাজ**—রাজাদের দ্বারা; **বন্দিতঃ**—স্তুত; **গৃহেষু**—গৃহে; **মৈথুন্য**—মৈথুন; **সুখেষু**—সুখ; **যোষিতাম্**—স্ত্রীগণের; **ক্রীড়া-মৃগঃ**—গৃহপালিত পশু; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **ঈশ**—হে ভগবান; **নীয়তে**—পরিচালিত হন।

অনুবাদ

সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডল বিহিত করে এবং এইভাবে সংগ্রামশূন্য হয়ে, একদা তার সমশক্তিসম্পন্ন ছিল এমন রাজন্যবর্গের স্তুতি লাভ করে, মানুষ বরণীয় সিংহাসনে উপবেশন করে। কিন্তু যখন সে মৈথুনসুখ লভ্য স্ত্রীলোকদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, হে ভগবান, তখন সে গৃহপালিত পশুর মতোই পরিচালিত হতে থাকে।

শ্লোক ৫২

করোতি কর্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো
নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষয়াদদৎ ।
পুনশ্চ ভূয়াসমহং স্বরাড়িতি
প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে ॥ ৫২ ॥

করোতি—সম্পাদন করেন; **কর্মাণি**—কর্তব্যসমূহ; **তপঃ**—তপশ্চর্যার অভ্যাসে; **সু-নিষ্ঠিতঃ**—একনিষ্ঠ; **নিবৃত্ত**—পরিহার করে; **ভোগঃ**—ইন্দ্রিয় উপভোগ; **তৎ**—সেই সঙ্গে (যে পদ মর্যাদা তার রয়েছে); **অপেক্ষয়া**—তুলনায়; **আদদৎ**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **পুনঃ**—আরও; **চ**—এবং; **ভূয়াসম্**—অধিকতর; **অহম্**—আমি; **স্ব-রাট্**—স্বাধীন শাসক; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **প্রবৃদ্ধ**—প্রসারণশীল; **তর্ষঃ**—লালসা; **ন**—না; **সুখায়**—সুখ; **কল্পতে**—অর্জন করতে পারেন।

অনুবাদ

ইতিমধ্যেই শক্তিমান কোনও রাজা যদি অধিকতর শক্তি অর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তা হলে তিনি সযত্নে তপশ্চর্যা পালন করেন এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ পরিহারের মাধ্যমে নিষ্ঠাভরে তাঁর কর্তব্য সাধন করে থাকেন। কিন্তু আমি 'স্বাধীন এবং সর্বময় কর্তা' এমন চিন্তা করে যাঁর লালসা অতীব উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তিনি সুখলাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৫৩

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ৫৩ ॥

ভব—সংসার চক্রের; **অপবর্গঃ**—নিবৃত্তি; **ভ্রমতঃ**—ভ্রমণশীল; **যদা**—যখন; **ভবেৎ**—ঘটে; **জনস্য**—কোনও ব্যক্তির জন্য; **তর্হি**—সেই সময়ে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **সৎ**—সাধু ভক্তগণের; **সমাগমঃ**—সঙ্গ; **সৎ-সঙ্গমঃ**—সাধু সঙ্গ; **যর্হি**—যখন; **তদা**—তখন; **এব**—কেবল; **সৎ**—সাধুজনের; **গতৌ**—গতিস্বরূপ; **পর**—উৎকৃষ্টা (জগৎ সৃষ্টির কারণ); **অবর**—এবং নিকৃষ্টা (তাদের উৎপন্ন); **ঈশে**—ভগবানের জন্য; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **জায়তে**—জন্মে; **মতিঃ**—ভক্তি।

অনুবাদ

যখন পরিভ্রমণশীল আত্মার সংসার জীবন সমাপ্ত হয়, হে অচ্যুত, তখন সে আপনার ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। যখন সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করে, তখন ভক্তগণের লক্ষ্যস্বরূপ এবং সকল কার্যকারণের মূলস্বরূপ, হে ঈশ্বর, আপনার প্রতি তার ভক্তি জাগ্রত হয়।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত বিষয়টিতে একমত হয়েছেন—যদিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংসার জীবন সমাপ্ত হলে, ভক্তসঙ্গ লাভ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গই মানুষের সংসার-জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পারে। শ্রীল জীব গোস্বামী *কাব্য-প্রকাশ* (১০/১৫৩) থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা কারণ পরম্পরতার এই আপাত বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা করেছেন—*কার্য-কারণয়োশ্চ পৌরবাপর্যবিপর্যয়ো বিজ্ঞেয়াতিশয়োক্তিঃ স্যাৎ সা* অর্থাৎ, "যে বক্তব্যে কার্যকারণের যুক্তিসম্মত পরম্পরা বিপরীতার্থক হয়ে যায়, তাকে

অতিশোয়ক্তি বলে বুঝতে হবে।" এই বক্তব্য সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নোক্ত ভাষ্য উপস্থাপন করেছেন—*কারণস্য শীঘ্রকবিতাং বক্তুং কার্যস্য পূর্বম্ উক্তৌ*। একটি কারণের দ্রুত ক্রিয়া ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে সেই কারণের পূর্বেই তার ফল ব্যক্ত করা যেতে পারে।"

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, ভগবদ্ভক্তের কৃপাময় সঙ্গ আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার দৃঢ় সঙ্কল্প সার্থক করে তোলে। আর শ্রীল জীব গোস্বামীর সঙ্গে এই আচার্য একমত হয়েছেন যে, এই শ্লোকটি অতিশোয়ক্তির একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৫৪

মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো
রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া ।
যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্যয়া
বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ডভূমিপৈঃ ॥ ৫৪ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **মম**—আমাকে; **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ; **ঈশ**—হে ভগবান; **তে**—আপনার দ্বারা; **কৃতঃ**—কৃত; **রাজ্য**—রাজ্যের প্রতি; **অনুবন্ধ**—আসক্তির; **অপগমঃ**—বিচ্ছিন্ন হয়েছে; **যদৃচ্ছয়া**—স্বতঃস্ফূর্তভাবে; **যঃ**—যা; **প্রার্থ্যতে**—প্রার্থনা করেন; **সাধুভিঃ**—সাধুগণ; **এক-চর্যয়া**—নির্জনে; **বনম্**—বন; **বিবিক্ষদ্ভিঃ**—প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন; **অখণ্ড**—অখণ্ড; **ভূমি**—ভূমির; **পৈঃ**—শাসক দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমি মনে করি আপনি আমাকে কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কারণ নিজ রাজ্যের প্রতি আমার আসক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিবৃত্ত হয়েছে। বিশাল সাম্রাজ্যের সাধু মনোভাবাপন্ন শাসকগণ নির্জনে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বনে গমনাভিলাষী হয়ে এই ধরনের স্বাধীনতা প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ৫৫

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদ্
অকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো ।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ৫৫ ॥

ন কাময়ে—আমি আকাঙ্ক্ষা করি না; **অন্যম্**—অন্য; **তব**—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়; **সেবনাৎ**—সেবা ব্যতীত; **অকিঞ্চন**—যাঁরা জাগতিক কিছুই চান না, তাঁদের দ্বারা; **প্রার্থ্য-তমাৎ**—প্রার্থনাকারীর যা প্রিয় বিষয়; **বরম্**—বর; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **আরাধ্য**—আরাধ্য; **কঃ**—কি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **হি**—বস্তুত; **অপবর্গ**—মুক্তির; **দম্**—প্রদাতা; **হরে**—হে ভগবান হরি; **বৃণীত**—প্রার্থনা করে; **আর্যঃ**—পারমার্থিকভাবে উন্নত পুরুষ; **বরম্**—বর; **আত্ম**—তার নিজ; **বন্ধনম্**—বন্ধনের (কারণ)।

অনুবাদ

হে বিভো, অকিঞ্চনগণ যে বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রার্থনা করে থাকেন, আপনার সেই পাদদ্বয়ের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও, বর আমি প্রার্থনা করি না। হে হরি, যে উন্নত পুরুষ মুক্তি প্রদাতা আপনার আরাধনা করেন, তিনি কি তাঁর আপন বন্ধনের কারণ স্বরূপ অন্য কোনও বর প্রার্থনা করবেন?

তাৎপর্য

ভগবান মুচুকুন্দকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যে কোনও বিষয় প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, কিন্তু মুচুকুন্দ কেবলমাত্র ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করলেন। এটাই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৫৬

তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্বতো
রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং
ত্বাং জ্ঞাপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **আশিষঃ**—আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি; **ঈশ**—হে প্রভো; **সর্বতঃ**—সামগ্রিকভাবে; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**—তম; **সত্ত্ব**—এবং সত্ত্ব; **গুণ**—জাগতিক গুণসমূহ; **অনুবন্ধনাঃ**—বন্ধনযুক্ত; **নিরঞ্জনম্**—জড় উপাধি যুক্ত; **নির্গুণম্**—নির্গুণ; **অদ্বয়ম্**—অদ্বয়; **পরম্**—পরম; **ত্বাম্**—আপনার; **জ্ঞাপ্তি-মাত্রম্**—বিশুদ্ধজ্ঞান; **পুরুষম্**—আদি পুরুষ; **ব্রজামি**—শরণাগত হচ্ছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

সুতরাং, হে প্রভো, রজ, তম ও সত্ত্বগুণাবলীর সঙ্গে বন্ধনযুক্ত জড় বাসনার সমগ্র বিষয় পরিত্যাগ করে, আশ্রয়ের জন্য, হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনার শরণাগত হচ্ছি। আপনি জড় উপাধিসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন নন, আপনি পরম ব্রহ্ম, পূর্ণজ্ঞানময় ও নির্গুণ।

তাৎপর্য

এখানে *নির্গুণ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবানের অস্তিত্ব জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের অতীত। কেউ হয়ত তর্ক করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড়া প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত, কিন্তু এখানে *অদ্বয়ম্* শব্দটি সেই যুক্তি খণ্ডন করছে। শ্রীভগবানের অস্তিত্বে কোন দ্বৈত সত্তা নেই। তাঁর নিত্য, চিন্ময় দেহই শ্রীকৃষ্ণ, এবং শ্রীকৃষ্ণই ভগবান।

শ্লোক ৫৭

চিরমিহ বৃজিনার্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈর্
অবিতৃষষড়মিত্রোঽলব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্
অভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ ৫৭ ॥

চিরম্—দীর্ঘ সময়ের জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **বৃজিন**—দুঃখ দ্বারা; **আর্তঃ**—পীড়িত; **তপ্যমানঃ**—সন্তাপিত; **অনুতাপৈঃ**—অনুতাপ দ্বারা; **অবিতৃষ**—অতৃপ্ত; **ষট্**—ষড়; **অমিত্রঃ**—যার শত্রুসমূহ (পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও মন); **অলব্ধ**—অলব্ধ; **শান্তিঃ**—শান্তি; **কথঞ্চিৎ**—কোনও রূপে; **শরণ**—আশ্রয় জন্য; **দ**—প্রদানকারী; **সমুপেতঃ**—যে আগমন করেছে; **ত্বৎ**—আপনার; **পদ-অব্জম্**—চরণকমলে; **পর-আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **অভয়ম্**—অভয়; **ঋতম্**—সত্য; **অশোকম্**—দুঃখ মুক্ত; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **মা**—আমাকে; **আপন্নম্**—বিপদগ্রস্ত; **ঈশ**—হে ভগবান।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল যাবৎ এই জগতে আমি দুঃখ পীড়িত এবং অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আছি। আমার ছয়টি শত্রু কখনই তৃপ্ত হয় না এবং তাই, আমি কোনও শান্তি পাচ্ছি না। সুতরাং, হে আশ্রয় প্রদাতা, হে পরমাত্মা, কৃপা করে আমাকে রক্ষা করুন। হে ভগবান, বিপদগ্রস্ত আমি, সৌভাগ্য বলে আপনার চরণকমলের শরণাগত হয়েছি, যা সত্য এবং যা অন্যকে নির্ভয় ও শোকমুক্ত করে।

শ্লোক ৫৮

শ্রীভগবানুবাচ
সার্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জিতা ।
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **সার্বভৌম**—হে সম্রাট; **মহা-রাজ**—মহারাজ; **মতিঃ**—মন; **তে**—আপনার; **বিমল**—বিমল; **ঊর্জিতা**—বলবতী; **বরৈঃ**—বর দ্বারা;

প্রলোভিতস্য—প্রলোভিত (তুমি); **অপি**—এমনকি; **ন**—না; **কামৈঃ**—জড়জাগতিক বাসনা দ্বারা; **বিহৃতা**—বিনষ্ট; **যতঃ**—যেমন।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে সার্বভৌম, মহারাজ, তোমার চিত্ত নির্মল ও বলবতী। যদিও আমি বর দ্বারা তোমাকে প্রলোভিত করেছি, কিন্তু তোমার মন জড় বাসনাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি।

শ্লোক ৫৯

প্রলোভিতো বরৈর্যত্ত্বমপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ ।
ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫৯ ॥

প্রলোভিতঃ—প্রলোভিত; **বরৈঃ**—বর দ্বারা; **যৎ**—তাতে; **ত্বম্**—তোমার; **অপ্রমাদায়**—বিমোহিত হতে যুক্তির (প্রদর্শনের জন্য); **বিদ্ধি**—জানবে; **তৎ**—যে; **ন**—না; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **একান্ত**—একমাত্র; **ভক্তানাম্**—ভক্তগণের; **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বাদ দ্বারা; **ভিদ্যতে**—বিচলিত হয়; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

তুমি বরলাভে বিমোহিত নও, তা প্রমাণিত করবার জন্যই, আমি বর প্রদানের মাধ্যমে তোমাকে প্রলুব্ধ করেছি। আমার ঐকান্তিক ভক্তগণের বুদ্ধি কখনই জড় আশীর্বাদ দ্বারা বিচলিত হয় না।

শ্লোক ৬০

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

যুঞ্জানানাম্—যারা নিজেদের নিযুক্ত করে; **অভক্তানাম্**—অভক্তগণের; **প্রাণায়াম**—প্রাণায়াম দ্বারা (যোগিদের শ্বাস নিয়ন্ত্রণ); **আদিভিঃ**—ও অন্যান্য অভ্যাস; **মনঃ**—মন; **অক্ষীণ**—দূরীভূত হয় না; **বাসনম্**—জড় আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্র; **রাজন্**—হে রাজন (মুচুকুন্দ); **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থিতম্**—উত্থিত (ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ভাবনায়)।

অনুবাদ

প্রাণায়ামের মতো অভ্যাসাদিতে যুক্ত অভক্তগণের মন সম্পূর্ণভাবে জড় বাসনা মার্জিত হয় না। তাই, হে রাজন, তাদের মনে জড় বাসনাগুলি আবার জেগে ওঠে, দেখা গেছে।

শ্লোক ৬১

বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ ।
অস্ত্বেবং নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ময্যনপায়িনী ॥ ৬১ ॥

বিচরস্ব—ভ্রমণ কর; **মহীম্**—এই পৃথিবীতে; **কামম্**—ইচ্ছানুযায়ী; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশিত**—স্থির; **মানসঃ**—তোমার মন; **অস্তু**—থাকুক; **এবম্**—এইভাবে; **নিত্যদা**—সর্বদা; **তুভ্যম্**—তোমার জন্য; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ময়ি**—আমার প্রতি; **অনপায়িনী**—অক্ষয়।

অনুবাদ

আমাতে তোমার মন স্থির করে ইচ্ছামতো এই পৃথিবী ভ্রমণ কর। আমার প্রতি তোমার এরূপ অক্ষয় ভক্তি সর্বদা বিরাজ করুক।

শ্লোক ৬২

ক্ষাত্রধর্মস্থিতো জন্তূন্ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ ।
সমাহিতস্তত্তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ ॥ ৬২ ॥

ক্ষাত্র—ক্ষত্রিয়ের; **ধর্ম**—ধর্মে; **স্থিতঃ**—অবস্থান করে; **জন্তূন্**—প্রাণী; **ন্যবধীঃ**—তুমি হত্যা করেছ; **মৃগয়া**—মৃগয়ার সময়; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য কার্যকলাপ; **সমাহিতঃ**—নিবিষ্টভাবে; **তৎ**—সেই; **তপসা**—তপস্যা দ্বারা; **জহি**—তোমার ক্ষয় করা উচিত; **অঘম্**—পাপ কর্মফল; **মৎ**—আমাতে; **উপাশ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে।

অনুবাদ

যেহেতু তুমি ক্ষত্রিয়ের নীতি অনুসরণ করেছিলে, তাই মৃগয়া ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের সময় তুমি প্রাণী হত্যা করেছ। এইভাবে আমাতে শরণাগত হয়ে থেকে যত্ন সহকারে তপস্যা পালনের দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি পরাভূত করা উচিত।

শ্লোক ৬৩

জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্বভূতসুহৃত্তমঃ ।
ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্ ॥ ৬৩ ॥

জন্মনি—জন্মে; **অনন্তরে**—আগামী; **রাজন্**—হে রাজন; **সর্ব**—সকলের; **ভূত**—জীব; **সুহৃৎ-তমঃ**—এক পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভূত্বা**—হয়ে; **দ্বিজ-বরঃ**—একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **ত্বম্**—তুমি; **বৈ**—বস্তুত; **মাম্**—আমার কাছে; **উপৈষ্যসি**—আগমন করবে; **কেবলম্**—কেবল।

অনুবাদ

হে রাজন, তোমার পরবর্তী জীবনেই তুমি সকল জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী স্বরূপ একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হবে এবং নিশ্চিতভাবে একমাত্র আমার কাছে আগমন করবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *সুহৃদং সর্বভূতানাম্ জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি* অর্থাৎ, "আমাকে সকল জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করে মানুষ শান্তি লাভ করে।" মায়ার সমুদ্রে অধঃপতিত জীবকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শুদ্ধভক্তগণ একযোগে কাজ করেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এটিই প্রকৃত তাৎপর্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মুচুকুন্দের উদ্ধার' নামক একপঞ্চাশতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।